www.bilsbd.org

বিল্‌স শ্রম সংবাদ

বিল্‌স এর মুখপত্র

জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সম্পাদকীয়

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ২০১৭ সাল। একদিকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানোর প্রস্তুতির জন্য এ বছরটি যেমন ছিল বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপুর্ণ তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যুটিও ভূ-রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রও এগিয়ে গেছে যথারীতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমবাজারের উত্থান-পতন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, নির্যাতন ও শ্রম অসন্তোষের একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।

নতুন বছরের শুরুতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিল্‌স প্রকাশ করেছে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে "শ্রম পরিস্থিতি ২০১৭"। জরীপে দেখা গেছে ২০১৭ সালে কর্মক্ষেত্রে নিহত হয়েছে ৭৮৪ জন শ্রমিক এবং আহত হয়েছে ৫১৭ জন শ্রমিক। ২০১৬ সালে নিহতের সংখ্যা ছিল ৬৯৯ জন আর আহতের সংখ্যা ছিল ৭০৩ জন। অর্থ্যাৎ ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে শ্রমিক মৃত্যুর হার বেড়েছে। জরীপের তথ্য অনুযায়ী গত বছর ১৮১ টি শিল্প বিরোধের ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩৭।

সরকারিভাবে ২০১৮ এর শুরুতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। এরমধ্যে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারনে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে সরকার। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প এবং ট্যানারী শিল্প শ্রমিকদের জন্যও ন্যূনতম মজুরি ঘোষনা করেছে সরকার। অন্যদিকে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে আইন পাশ করেছে সরকার।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সমন্বিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩৬তম। এক বছর আগে একই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪৪।

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বিল্‌স এর বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মসূচি ও সহযোগিতার মধ্যে ছিল সিএসআর, সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক, সিলেটে পাথর ধসে শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সম্মেলন, তৈরি পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের ফলোআপ ও সনদ বিতরণ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে মানববন্ধন, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি।

অদূর ভবিষ্যতে অধিকার, ন্যার্য মজুরি, বৈষম্যহীন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সহ সকল প্রাসঙ্গিক অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সিএসআর, সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

সিএসআর বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি

বাংলাদেশে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-সিএসআর কার্যক্রমে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-সিএসআর, সামাজিক ন্যায় বিচার ও শ্রমিকের কল্যাণ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২ জানুয়ারি, ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সিএসআর বিষয়ক মৌলিক ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশে সিএসআর কার্যক্রম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড, বিল্‌স সিএসআর কার্যক্রম এবং বিল্‌স সিএসআর গাইডলাইন (খসড়া) সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এ বৈঠকের আয়োজন

» পৃষ্ঠা ১০, কলাম - ৩ »

বিল্‌সএর কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি প্রতিবেদন

২০১৭ সালে ৭৮৪ শ্রমিক নিহত, আহত ৫১৭

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, সহিংসতা, শিল্প বিরোধ এবং শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত ২০১৭ সালে জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে একটি জরীপের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

জরীপের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৭৮৪ জন শ্রমিক, তার মধ্যে ২১ জন নারী। খাত অনুযায়ী পরিবহন খাতে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়।

পরিবহন খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৩০৭ জন, এছাড়া নির্মাণ খাতে ১৩১ জন, দিন মজুর ৫৫ জন, কৃষি শ্রমিক ৩৪ জন, ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৪ জন, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ২১ জন, পাথর উত্তোলনে ২১ জন, চাল কলে ২০ জন, মৎস্য শ্রমিক ১৭ জন এবং গার্মেন্টস শিল্পে ১৬ জন শ্রমিক নিহত হয়।

এছাড়া কর্মক্ষেত্রে আহত হয়েছে ৫১৭ জন শ্রমিক, যার মধ্যে ১০৯ জন নারী। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গার্মেন্টস শিল্পে ১৫৮ জন, নির্মাণ খাতে ৯২ জন, দিন মজুর ৫৪ জন, পরিবহন খাতে ৪৮ জন শ্রমিক আহত হন।

দূর্ঘটনার কারন হিসেবে দেখা গেছে সড়ক দূর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে ৪১৬ টি, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটেছে ১২৬ টি, উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৫৯ টি, অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৯ টি, মাটি ধসের ঘটনা ঘটেছে ২৫ টি।

এছাড়া জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে সংঘটিত সহিংসতায় ২৫৮ জন শ্রমিক নিহত ও ১২০ জন শ্রমিক আহত হয়। এছাড়া, ২৭ টি

» পৃষ্ঠা ২, কলাম - ১ »

২০১৭ সালে কর্মক্ষেত্রে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে এবং ২৭ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়।

গত বছর ১৮১ টি শিল্প বিরোধের ঘটনা ঘটে যেখানে তৈরি পোষাক শিল্পে ৯১ টি, পরিবহন ক্ষেত্রে ৩৬ টি, বিড়ি শিল্পে ৭ টি, কৃষি খাতে ৬ টি এবং চিনি শিল্প এবং নৌ পরিবহন খাতের প্রতিটিতে ৫ টি করে বিরোধের ঘটনা ঘটে।

শিল্প বিরোধের কারনগুলোর মধ্যে রয়েছে বকেয়া মজুরি, ওভার টাইম, ক্ষতিপুরণ, বিনা নোটিশে কারখানা, কর্মী ছাটাই ইত্যাদি। এ সমস্ত কারনে ৬৮ টি বিক্ষোভ ও ২১ টি মানববন্ধন হয়েছে। ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছে ১৮ টি, সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে ১৫ টি এবং সমাবেশ হয়েছে ১২ টি।

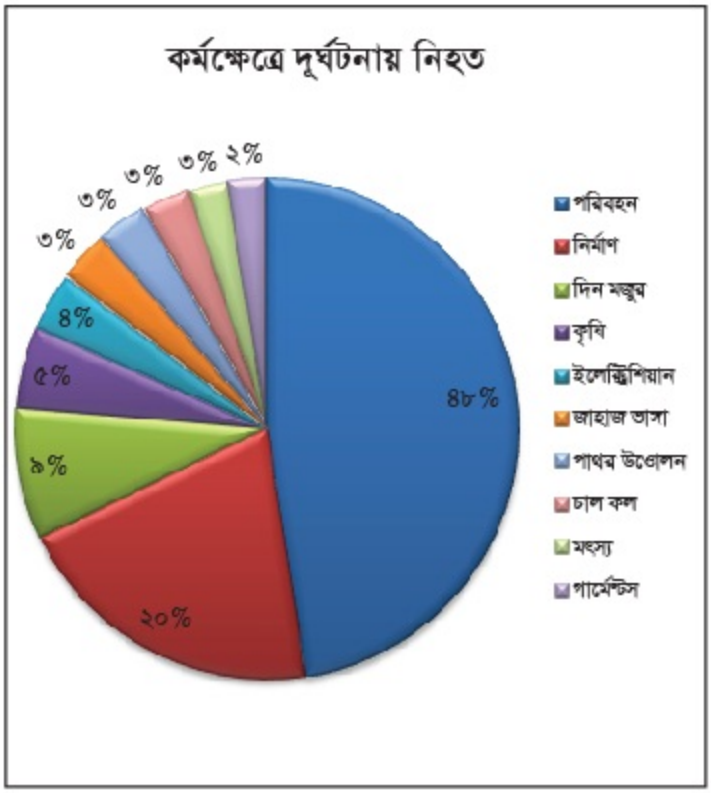

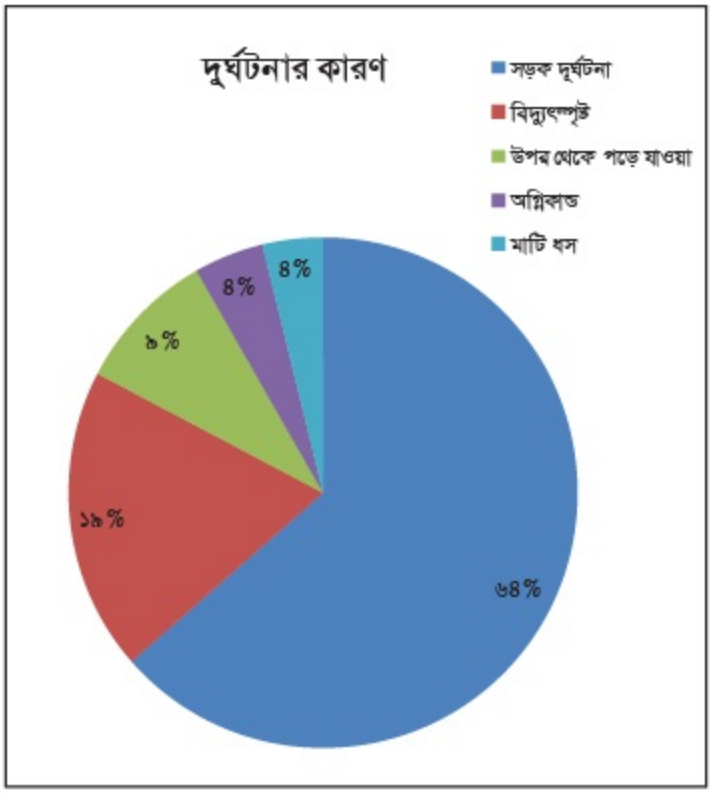

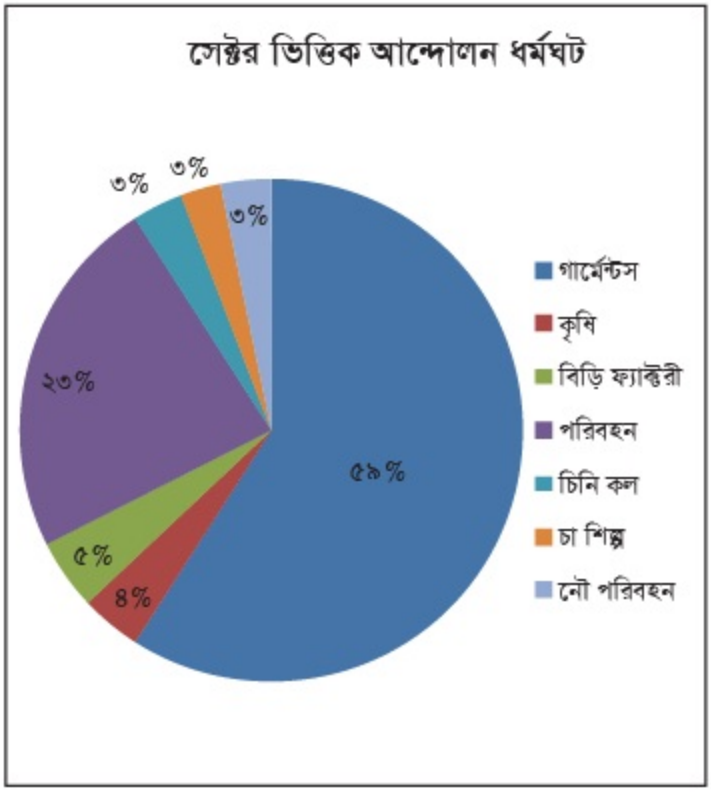

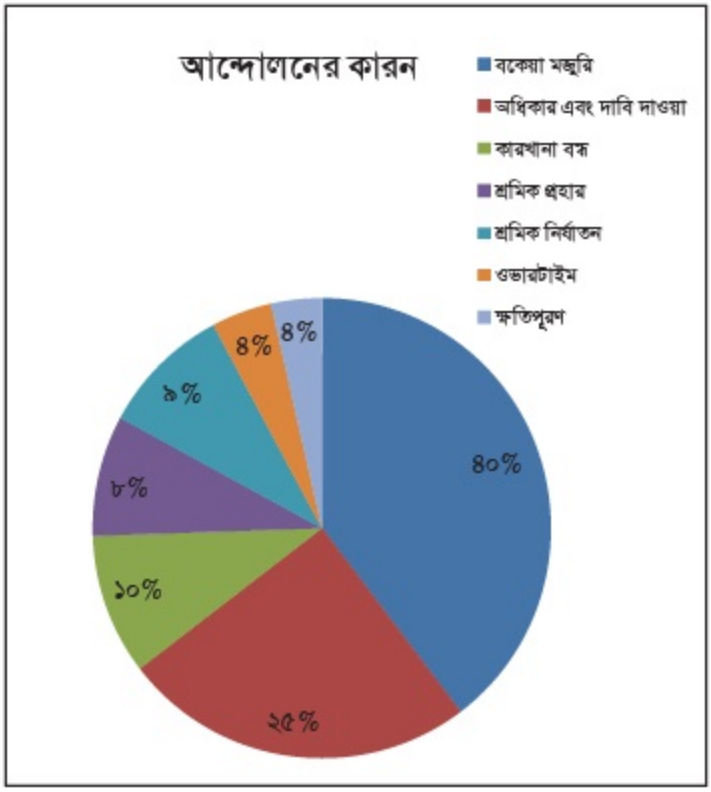

সিলেটে পাথর শ্রমিক নিহত এবং গাজীপুরে নির্মাণ শ্রমিক হতাহতের ঘটনায় শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

সিলেট এবং গাজীপুরে শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন নেতৃবৃন্দ

সিলেটের জাফলংয়ে জুমপাড় মন্দির এলাকায় নানু মিয়ার পাথর কোয়ারিতে গর্তের মাটি ধসে এক নারীসহ চার শ্রমিক নিহত ও তিন শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনায় এবং গাজীপুরের শ্রীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত ও আট শ্রমিক আহতের ঘটনায় শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর উদ্যোগে ৭ জানুয়ারি, ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর করে পাথর কোয়ারিতে শ্রমিক মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বলেন, সারা বছর জুড়েই একের পর এক দুর্ঘটনায় নিহত হচ্ছে শ্রমিকরা এবং এ মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। তারা বলেন, গত বছর নিহতদের সংখ্যা ৩২ ছিল বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। একই সাথে তারা নির্মাণ খাতে শ্রমিক মৃত্যু রোধ করার দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অবিলম্বে পাথর কোয়ারিতে পরিদর্শন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করা প্রয়োজন। অন্যথায় শ্রমিকের জীবনের ঝুঁকি ও প্রাণহানি বাড়তেই থাকবে। এ ছাড়াও শ্রম আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর' এর মাধ্যমে উপরোক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তারা। পাশাপাশি এসব ঘটনায় নিয়োগকারীসহ দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা, হতাহত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি সারাদেশে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে শ্রম আইন বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান ।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও বিল্‌স্ এর যুগ্ম মহাসচিব ডা.ওয়াজেদুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসাইন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সদস্য সচিব এবং বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএম ফয়েজ হোসাইন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিনিধি শামসুন্নাহার প্রমুখ।

এছাড়া এসএনএফ ভুক্ত বিভিন্ন মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার, আইনী সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমুহের প্রতিনিধি সহ জাতীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স উপদেষ্টা ও নির্বাহী পরিষদের যৌথসভায় নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথসভা ১ জানুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোঃ আশরাফ হোসেন, শাহ মোঃ আবু জাফর, মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, আব্দুল মতিন মাষ্টার, আব্দুল মুকিত খান, রায় রমেশ চন্দ্র, কামরুল আহসান, নইমুল আহসান জুয়েল, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান ভূঞা, আনোয়ার হোসেন, মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এবং মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দিন, আব্দুল কাদের হাওলাদার, আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী পরিষদ সদস্য কুতুব উদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, শাকিল আক্তার চৌধুরী, পুলক রঞ্জন ধর, উম্মে হাসান ঝলমল, নাসরিন আক্তার ডিনা, নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ।

এফইএস প্রতিনিধিদের সাথে বিল্‌স এর অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এফইএস প্রতিনিধিদের সাথে বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ

বিল্‌স এবং ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এফইএস বাংলাদেশের বিদায়ী আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রান্সিসকা কর্ন এবং নতুন আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লোম এর সম্মানে বিল্‌স-এফইএস এর কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রম ইস্যুতে বিল্‌স এবং এফইএস এর সহযোগিতামুলক কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এফইএস বাংলাদেশের বিদায়ী আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রান্সিসকা কর্ন এবং নতুন আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লোম, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, বিল্‌স প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

থ্রি এফ প্রতিনিধিদের

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

রাসমুসেন, থ্রি এফ এশিয়া রিজিওনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর স্টেন টফ্‌ট পিটারসেন, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, প্রোজেক্ট কোর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমিন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ- স্কপ এর যুগ্ম সমন্বয়কারী নইমুল আহসান জুয়েল, বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বিল্‌স এর নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, পুলক রঞ্জন ধর, কাজী রহিমা আক্তার সাথী, বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ প্রমূখ।

ট্যানারি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১৩ হাজার ৫শ' টাকা নির্ধারণ

ট্যানারি শিল্পে কাজ করছে শ্রমিকরা

চামড়া শিল্প শ্রমিকদের জন্য নতুন করে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে সরকার। এখন থেকে এ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মোট মজুরি ১৩ হাজার ৫শ' টাকা। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ট্যানারি শ্রমিকদের নতুন নিম্নতম মজুরির এ গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের খসড়ায় ক ও খ নামে দুটি তফসিল সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক তফসিলে পাঁচটি ধাপ (গ্রেড) রাখা হয়েছে এবং খ তফসিলে রাখা হয়েছে চারটি। বিভাগীয় শহর ও সাভার অঞ্চলের শ্রমিকদের ক তফসিলের গ্রেড-১ ধরে মূল মজুরি ১৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তবে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও যাতায়াত ভাতাসহ মাসিক মজুরি হবে ২৫ হাজার ৪০০ টাকা। অন্য শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ১৪ হাজার টাকা এবং মোট মজুরি ২৪ হাজার টাকা। গ্রেড-২ এ বিভাগীয় ও সাভারের শ্রমিকদের মোট মজুরি ২১ হাজার ১৫০ টাকা ও অন্যান্য এলাকার জন্য ২০ হাজার টাকা। এভাবে গ্রেড-৩ এর জন্য মাসিক মোট মজুরি ১৭ হাজার ৯২০ এবং ১৬ হাজার ৯৬০ টাকা। গ্রেড-৪ এ ১৫ হাজার ৭১০ ও ১৪ হাজার ৮৮০ টাকা এবং গ্রেড ৫-এ ১৩ হাজার ৫০০ ও ১২ হাজার ৮০০ টাকা টাকা। এছাড়া খ তফসিলে বিভাগীয় শহর ও সাভারের শ্রমিকদের জন্য গ্রেড-১ এ মূল মজুরি ১৪ হাজার ও মাসিক মোট মজুরি ২৫ হাজার ৪০০ টাকা। এ গ্রেড অন্যান্য এলাকার শ্রমিকদের জন্য মাসিক মোট মজুরি ২৪ হাজার টাকা। এর বাইরে খ তফসিলে গ্রেড-২ এ বিভাগীয় শহর ও সাভারের শ্রমিকদের জন্য মাসিক মোট মজুরি ২১ হাজার ১৫০ এবং অন্যান্য এলাকার শ্রমিকদের জন্য ২০ হাজার টাকার সুপারিশ করেছে মজুরি বোর্ড। আর বিভাগীয় শহর ও সাভার শ্রমিকদের জন্য গ্রেড-৩ এর কোটায় মোট মাসিক মজুরি ১৫ হাজার ৭১০ এবং অন্যান্য এলাকার শ্রমিকদের জন্য ১৪ হাজার ৮৮০ টাকা সুপারিশ করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড।

উল্লেখ্য যে মজুরী বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন বিলস্ সম্পাদক মোঃ সফর আলী।

তৈরি পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ

তৈরী পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নেতৃবৃন্দের সাথে সনদ প্রাপ্তরা

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি এর সহযোগিতায় তৈরি পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে ফলোআপ ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা-মিরপুর, সাভার-আশুলিয়া, টঙ্গী-গাজীপুর এবং নারায়নগঞ্জ এই চারটি এলাকায় ক্ষপভুক্ত ও বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিঅল এর অন্তর্ভূক্ত ফেডারেশন/ ইউনিয়ন'এর এলাকা ভিত্তিক কমিটির তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ ও শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য কর্মরত এমন

» পৃষ্ঠা ৭, কলাম - ৩ »

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় "কর্মক্ষেত্রে (গার্মেন্টস শিল্পে) জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১১ ও ১২ জানুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মক্ষেত্রে (গার্মেন্টস শিল্পে) জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রশিক্ষণের মুল উদ্দেশ্য।

বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব এবং বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ অফিসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার লায়লা জেসমিন বানু, টেরেডেস হোমস এর প্রোজেক্ট ম্যানেজার সিলভিয়া রোভেলি, টেরেডেস হোমস এর প্রতিনিধি দিমিত্রা মারিয়া ভারদাকিস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি সরওয়াথ বিনতে ইসলাম এবং জাফরুল হাসান শরীফ, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য উম্মে হাসান ঝলমল এবং কাজী রহিমা আক্তার সাথী, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এবং প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমিন প্রমূখ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স/এফএনভি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সভায় মনডিয়াল এফএনভি এবং বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ

বিল্‌স/এফএনভি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির সভা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিল্‌স/এফএনভি প্রোজেক্টের চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করার লক্ষ্যেই এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মনডিয়াল এফএনভি প্রকল্প উপদেষ্টা রোবেন কোরেবার, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ জাতীয় শ্রমিক লীগের মহিলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূইয়া, আইবিসি মহাসচিব তৌহিদুর রহমান, বিল্‌স প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমিন প্রমুখ।

থ্রি এফ প্রতিনিধিদের সাথে মুল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত

সভায় থ্রি এফ প্রতিনিধিদের সাথে বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ

থ্রি এফ প্রতিনিধিদের সাথে বিল্‌স এর মুল্যায়ন সভা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে এ অঞ্চলে ড্যানিডার সঙ্গে থ্রি এফ এর কার্যক্রমের বহিঃস্থ্য মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের শ্রম বাজার পরিস্থিতি, বিল্‌স এর কার্যক্রম এবং গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় স্ট্রাটেজি হাউস ডি কে অংশীদার ও সিনিয়র কনসালটেন্ট ভাইবেকি মাঙক পিটারসেন, সহযোগী অংশীদার এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট জেন্স কারে

» পৃষ্ঠা ৪র্থ, কলাম - ৩»

চট্টগ্রামে সলিডারিটি ফোরাম গঠনের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সলিডারিটি ফোরাম গঠনের লক্ষ্যে পরামর্শ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিলস-এলআরএসসি'র উদ্যোগে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'চট্টগ্রামে শ্রম সলিডারিটি ফোরাম' নামে একটি সাধারণ প্লাটফর্ম গঠনের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ চট্টগ্রামের হোটেল মিসকায় অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ শফর আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শাহীন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিমউদ্দিন শ্যামল, বিল্‌স-ডিজিবি বিডব্লিউ প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর কোহিনূর মাহমুদ এবং বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ।

শ্রম আইনের

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়াল এবং ছাদ এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যাহাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায়, এবং যতদূর সম্ভব কম থাকে।

৫৩। ধূলা-বালি ও ধোঁয়া।— (১) কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলার কারণে যদি কোন ধুলা-বালি বা ধোঁয়া বা অন্য কোন দূষিত বস্তু এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে, উহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্য হানির বা অস্বস্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কোন কর্ম-কক্ষে উহা যাহাতে জমিতে না পারে এবং শ্রমিকের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে ইহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই উদ্দেশ্যে যদি কোন নির্গমন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা উক্ত ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা অন্য দূষিত বস্তুর উৎসের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, এবং ঐ স্থান যতদূর সম্ভব ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।

আইএলও প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মতবিনিময় সভায় বিল্‌স এবং আইএলও কর্মকর্তাবৃন্দ

আইএলও'র ফ্রিডম প্রোজেক্টে কর্মরত প্রতিনিধি দলের সাথে বিল্‌স কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিক এবং গৃহশ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিল্‌স এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।

আইএলও'র ফ্রিডম প্রোজেক্ট চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ইগর বোস এবং ন্যাশনাল প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বানু, বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এবং বিল্‌স এর কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গৃহশ্রমিকদের একটি সম্মিলিত এসোসিয়েশন গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আলোচকবৃন্দ

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর আয়োজনে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের উদ্যোগে গৃহশ্রমিকদের একটি সম্মিলিত এসোসিয়েশন গঠনের সম্ভাব্যতা ও রূপরেখা প্রণয়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের উদ্যোগে গৃহশ্রমিকদের একটি সম্মিলিত এসোসিয়েশন গঠন সম্পর্কিত মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ এবং ভবিষ্যত কর্মসূচীর রূপরেখা ও কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহশমিকদের সম্মিলিত এসোসিয়েশন গঠনের প্রেক্ষাপট, খসড়া ঘোষণাপত্র ও পরিচালনা নীতিমালা উপস্থাপনা করেন বিল্‌স এর এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর এড. মোহম্মদ নজরুল ইসলাম। সভায়

পৃষ্ঠা ৪র্থ, কলাম - ৩

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন

পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার। একইসঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

১৮ জানুয়ারি ২০১৮ পোশাক শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণে সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, এমপি। স্থায়ী চার সদস্য বিশিষ্ট মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন সিনিয়র জেলা জজ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম। অন্য সদস্যরা হলেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের শ্রম উপদেষ্টা কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ফজলুল হক মন্টু। নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন। এছাড়া মজুরি বোর্ডে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন জাতীয় শ্রমিক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূঁইয়া।

এর আগে ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন পুনঃনির্ধারণ করা

» পৃষ্ঠা ৮, কলাম - ১ »

জাহাজ ভাঙা শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ১৬০০০ হাজার টাকা

জাহাজ ভাঙা শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছে সরকার। পূর্বের ন্যূনতম মজুরি ৪ হাজার ৬২৫ টাকার পরিবর্তে বর্তমান মজুরি হয়েছে ১৬ হাজার টাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে আদেশ জারি করা হয়।

চারটি গ্রেডের মধ্যে সর্বশেষ গ্রেডের (অদক্ষ বা চতুর্থ গ্রেড) শ্রমিকদের মূল মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। মূল মজুরির ৫০ শতাংশ হিসাবে শ্রমিকরা বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন ৪ হাজার টাকা। ২ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ও ১ হাজার ৫০০ টাকা যাতায়াত ভাতাসহ একজন শ্রমিকের মোট মাসিক মজুরি ১৬ হাজার টাকা

» পৃষ্ঠা ৮, কলাম - ১ »

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা

পঞ্চম অধ্যায় :স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা

৫১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।— প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং কোন নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোন জঞ্জাল হইতে উত্থিত দূষিত বাষ্প হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, এবং বিশেষ করিয়া–

(ক) প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিড়ি, যাতায়াতের পথ হইতে প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়া ময়লা ও আবর্জনা উপযুক্ত পন্থায় অপসারণ করিতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক কর্মকক্ষের মেঝে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ধৌত করিতে হইবে, এবং প্রয়োজনে ধৌত কাজে জীবানুনাশক ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল আভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিড়ি, যাতায়াতপথ–

(১) রং অথবা বার্নিশ করা থাকিলে, প্রত্যেক তিন বৎসরে অন্ততঃ একবার পুনঃ রং বা বার্নিশ করিতে হইবে

৫২। বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা।— (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্ম-কক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে এমন তাপমাত্রা বজায় রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণ মোটামুটি আরামে কাজ করিতে পারেন, এবং যাহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য হানি রোধ হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এর প্রয়োজনে কক্ষের

» পৃষ্ঠা ৬, কলাম - ১ »

বিল্‌স প্রকাশনা

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে "সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে পাথর উত্তোলনে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করতে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ চাই" শীর্ষক একটি হ্যান্ডবিল প্রকাশ করে। ১৫০০ কপি হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়।

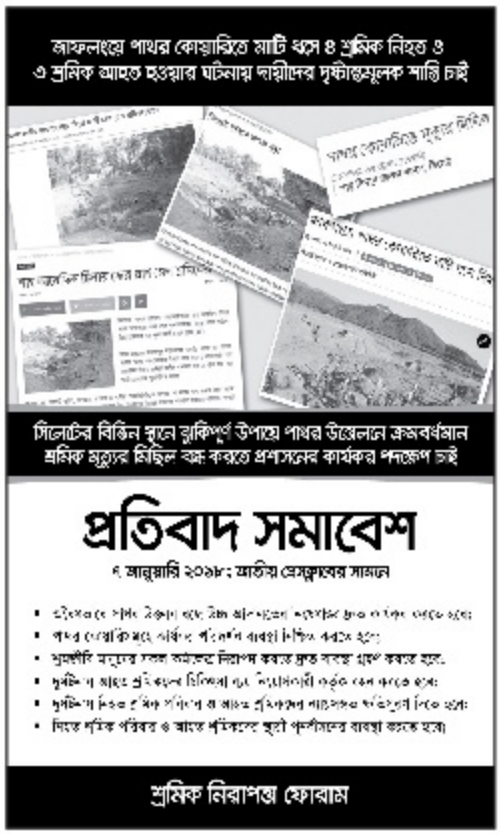

তৈরি পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠকদের তৈরি পোশাক শিল্পের নেতৃত্বের উন্নয়ন মডিউল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজের সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইবিসির মহাসচিব তৌহিদুর রহমান, স্কপ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল। অনুষ্ঠানে ২৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সনদ গ্রহণ করেন।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। সে সময় ন্যূনতম মজুরি তিন হাজার টাকা মূল বেতন ধরে ৫ হাজার ৩০০ টাকা ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নতুন কাঠামোয় ওই বেতন তারা পাচ্ছেন ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে।

উল্লেখ্য গত কয়েক বছরের মূল্যস্ফীতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।

জাহাজ ভাঙা শিল্প শ্রমিকদের

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারণ করা হয়েছে। দৈনিক হিসাবে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দাঁড়াবে ৬১৫ টাকা।

এর আগে ২০০৯ সালে জাহাজ ভাঙা শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন অদক্ষ বা চতুর্থ গ্রেডের শ্রমিকদের মূল মজুরি ছিল ২ হাজার ২২৫ টাকা। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা ছিল যথাক্রমে এক হাজার ১২৫ টাকা, ৬৫০ টাকা ও ৬০০ টাকা। সব মিলিয়ে তাদের মাসিক মোট মজুরি ছিল ৪ হাজার ৬২৫ টাকা। সেই হিসাবে জাহাজ ভাঙা শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ল ২৪৫ শতাংশ বা প্রায় সাড়ে ৩ গুণ।

অপরদিকে সাতটি গ্রেডে ভাগ করে জাহাজ ভাঙা শিল্পের কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষানবীস শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ৮ হাজার টাকা ও কর্মচারী ৭ হাজার ৪০০ টাকা পাবেন। উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষানবীসকাল আগের মতোই ৬ মাস। শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডেই বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ এবং চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার ৫০০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা।

দক্ষ বা গ্রেড-১ এ শ্রমিকদের মোট মাসিক মজুরি ৩১ হাজার ৭৫০ টাকা। দৈনিক মজুরি ১ হাজার ২২৫ টাকা। দক্ষ বা গ্রেড-২ এ মাসিক মোট মজুরি ২৪ হাজার ২৫০ টাকা, দৈনিক ৯৩৫ টাকা। আধা-দক্ষ বা গ্রেড-৩ এ মজুরি ২১ হাজার ২৫০ টাকা, দৈনিক ৮২০ টাকা।

কর্মচারীদের মধ্যে গ্রেড-১ (ম্যানেজার) এ মোট মজুরি ৪৯ হাজার টাকা, দৈনিক মজুরি এক হাজার ৮৮৫ টাকা। গ্রেড-২ (সহকারী ম্যানেজার) এ মোট মজুরি ৪১ হাজার ৫০০ টাকা, দৈনিক এক হাজার ৬০০ টাকা, গ্রেড-৩ এ মজুরি ৩৪ হাজার টাকা, দৈনিক মজুরি এক হাজার ৩১০ টাকা। গ্রেড-৪ এ মজুরি ৩১ হাজার টাকা, দৈনিক এক হাজার ১৯৫ টাকা। গ্রেড-৫ এ মোট মাসিক মজুরি ২৫ হাজার টাকা, দৈনিক ৯৬৫ টাকা। গ্রেড-৬ এ ২০ হাজার ৫০০ টাকা, দৈনিক ৭৯০ টাকা এবং গ্রেড-৭ এ একজন কর্মচারী মাসে ১৫ হাজার ১০০ টাকা মোট মজুরি পাবেন। এক্ষেত্রে দৈনিক মজুরি হবে ৫৮০ টাকা।

সংগঠন পরিচিতি: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও

একনজরে আইএলও

প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯১৯ সালে
সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
সদস্য দেশ : ১৮৭টি
জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় সংস্থা
শান্তিতে নোবেল : ১৯৬৯ সালে

মহাপরিচালক : গাই রাইডার, ইংল্যান্ড (দশম)
প্রথম মহাপরিচালক : আলবার্ট থমাস, ফ্রান্স (১৯১৯-১৯৩২)
বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ : ২২ জুন ১৯৭২
ওয়েবসাইট : www.ilo.org

জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation-ILO) শ্রম সমস্যা বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক শ্রমমান, কাজের সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৯ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে এই সংস্থা জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জেনেভা শহরে এই সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত।

আইএলও'র ২৬তম অধিবেশনে ১৯৪৪ সালে গৃহীত প্রস্তাব বা ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা হিসাবে স্বীকৃত। এতে বলা হয়েছে:-

- শ্রমিক শ্রেণী কোনো পণ্য নয়,
- প্রগতি বা উন্নয়নের প্রয়োজনে সংগঠন ও মত প্রকাশে স্বাধীনতা
- উন্নয়নের বা অগ্রগতির পথে দারিদ্র্য প্রতিবন্ধক,
- অগ্রগতির সোপানকে সার্বজনীন করার প্রয়োজনে ত্রিপক্ষীয়তার নীতির ভিত্তিতে শ্রমিক-মালিক সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে মুক্ত আলোচনা ও গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

জাতিসংঘের প্রায় সবকটি সদস্য দেশ আইএলওর সদস্য। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন থেকে আইএলওর সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা ভিন্ন। সরকার, মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি দ্বারা আইএলও পরিচালিত হয়। বর্তমানে আইএলও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় নানা ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ কাজের সময় নির্ধারণ, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, যে কোনো বিপদ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা, শিশু-কিশোর ও নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, মজুরির ক্ষেত্রে সমতা বিধান, শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং কর্মমুখী ও কারিগরি প্রশিক্ষণে সহায়তা করা ইত্যাদি।

আইএলও কনভেনশন

- আইএলওর মোট কনভেনশন ১৮৩ টি এর মধ্যে কোর কনভেনশন ৮টি।
- বাংলাদেশ ৩৩ টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে এর মধ্যে কোর কনভেনশন ৭টি।

জেনেভার সদর দফতরে গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিপুলসংখ্যক বই, লিফলেট, পোস্টার, গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সরেজমিন কাজ করার জন্য রয়েছে আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং দেশে দেশে রয়েছে কান্ট্রি অফিস। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় আইএলও আজ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। শ্রেণি সংঘাত ঘুচিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৬৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে আইএলও।

মৎস্য শ্রমিকদের ওপর বিল্‌স পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ

- মৎস্য খাতের প্রায় সকল শ্রমিকই অসংগঠিত। সুতরাং মৎস্য শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সাক্ষাৎ করা উচিৎ।
- নৌকা/ট্রলার যখন মাছ ধরার জন্য যায় এবং ফেরত আসে তার সম্পর্কিত তথ্য ল্যান্ডিং স্টেশনে অবস্থিত অফিসে রাখতে হবে।
- মৎস্য শ্রমিকদের অপহরণ রোধে কোস্ট গার্ড, ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে এডভোকেসি করতে হবে।
- বিদ্যমান শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রম অধিকারসমূহ অসংগঠিত মৎস্য খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োগযোগ্য নয়। সুতরাং, বাংলাদেশের মৎস্য খাতের সাথে সংগতিপূর্ণ নতুন নীতি ও আইন প্রনয়ন করতে হবে।
- আইডি কার্ড নিবন্ধন ও বিতরণের নীতিমালা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে যাতে করে সকল মৎস্য শ্রমিকেরা সরকারি কর্মসূচীর সুবিধা পায়।
- মৎস্য শ্রমিকরা মজুরি ছাড়া অন্য কোন সুবিধা পায় না। এছাড়া, মজুরিও যথেষ্ঠ নয়। সুতরাং মজুরী বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুবিধা যেমন বোনাস, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে মালিকপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি সেশন আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে।
- সকল নৌকা/ট্রলারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন ওয়্যারলেস, রেডিও, লাইফ জ্যাকেট, ঔষধ, খাবার এবং পানি ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।
- ল্যান্ডিং স্টেশনে ভালো মানের হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।
- ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ উপযুক্ত এজেন্সী কর্তৃক মৎস্য শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সমগ্র মৎস্য খাত শিল্প হিসেবে ঘোষণা করতে হবে যাতে করে ভিন্ন ভিন্ন খাতে সংযুক্ত শ্রমিকরা শ্রম আইনের আওতায় পড়ে।
- মৎস্য খাতের শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার।

পেশা পরিচিতি: মৎস্য শ্রমিক

কর্মরত মৎস্য শ্রমিক

বাংলাদেশের খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৫% এ খাত থেকে অর্জিত হয় এবং প্রায় ১.৪ মিলিয়ন লোক সার্বক্ষণিকভাবে মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত।

বস্তুত আবহমানকাল থেকেই এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক জীবনধারণের জন্য প্রধানত মৎস্য আহরণ ও তৎসম্পর্কিত পেশার ওপর নির্ভর করে আসছে। গ্রামীণ বাংলাদেশে মৎস্য শ্রমিকরা সাধারণত নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট পাড়া বা গ্রামে অথবা বিভিন্ন গ্রামে, বংশ পরম্পরায় বসবাস করে থাকে। মৎস্য আহরণ বা বিপণন ছাড়াও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপনই মৎস্য শ্রমিকদের চিরায়ত ঐতিহ্যের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। মৎস্য শ্রমিকদের যেমন ইতিহাস রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈচিত্রময় ঐতিহ্য এবং প্রাকৃত ধাঁচের দৈনন্দিন জীবনধারা।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মৎস্য শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহের জন্য যৌথভাবে মাছ ধরা এবং চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ মৎস্য শ্রমিক পরিবার মূলত মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল হলেও তারা কৃষিকাজও করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য শিকারিগণ যন্ত্রবিহীন দেশীয় নৌকা এবং প্রচলিত জাল ব্যবহার করে থাকে। তবে সমুদ্রগামী জেলেরা যন্ত্রচালিত নৌকা এবং আধুনিক জালের ব্যবহার করে।

মৎস্য আহরণের উপকরণসমূহের মালিকানা সমষ্টিগত নয়, একান্তই ব্যক্তিগত। তবে, মাছ ধরার ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয়বিধ উদ্যোগের উপরই নির্ভরশীল। মালিকগণ তাদের উপকরণসমূহকে নিজস্ব উদ্যোগে অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত যৌথ পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদার হিসেবে নিকট আত্মীয়দেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে নিকট আত্মীয়দের অভাব হলে প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং গ্রামের অন্যান্য সদস্যদেরও দলে নেওয়া হয়।

মাছ ধরার কৌশলগত ধরণ এবং ঋতুভেদে মৎস্য শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। শুকনো মৌসুমের তুলনায় ভরা মৌসুমে মাছের উৎপাদন বেশি হয় বলে শ্রমিকদের আয়ও বেড়ে যায়। আবার একই ঋতুতে মৎস্য আহরণ ও আয় ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

মাছ ধরার পাশাপাশি মৎস্য শ্রমিকরা কৃষি, দিনমজুরি, জাল এবং মাদুর তৈরির মতো কতিপয় মৎস্য বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে, যা থেকে তারা অতিরিক্ত কিছু আয়ের বন্দোবস্ত করতে পারে।

মৎস্য শ্রমিকদের জীবনে নদী, নৌকা, জাল, মাঝি-মাল্লা, মৎস্য আহরণ ও বিপণন ইত্যাকার বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন এক অনন্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে যা একান্তই তাদের নিজস্ব। তারা তাদের সংস্কৃতিক ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র সম্পর্কে খুবই সচেতন। জীবন নির্বাহের নিজস্ব বিধি-বিধানের ওপর তারা যেমন অত্যন্ত আস্থাশীল, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মূল্যবোধসমূহের যথার্থতা সম্পর্কেও তাদের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা জ্ঞাতি সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজজীবনের সুখ-দুঃখ ও সংকটে জ্ঞাতিগোষ্ঠীই তাদের অন্যতম ভরসা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সামগ্রিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ৩৬তম

WORLD ECONOMIC FORUM

COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সমন্বিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৬তম। এক বছর আগে একই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪৪। সূচকে প্রতিবেশী ভারত এবং পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। সূচকে ওই দুই দেশের অবস্থান যথাক্রমে ৬০তম ও ৫২তম।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রতি বছর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১০৯ টি দেশের অর্থনীতির হালচাল নিয়ে এবারের সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। ১০৯টি দেশের মধ্যে ৩০টি দেশকে এডভান্সড (উন্নত) ইকোনমির দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর ৭৯টি দেশকে উন্নয়নশীল (ডেভেলপিং ইকোনমি) অর্থনীতির দেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অর্থনীতিকে তুলে ধরতে ও বৈষম্য দূরীকরণে গত বছর বেশ কয়েকটি দেশ গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারিয়েছে। উন্নয়ন মডেলের কারণে এমনটা হয়েছে।

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মাথাপিছু কর্মদক্ষতার আর্থিক মূল্য দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৪৩৩ ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে থাকা লিথুনিয়ার শ্রমিকদের মাথাপিছু কর্মদক্ষতার আর্থিক মূল্য ৫৪ হাজার ২৯৬ ডলার। অর্থাৎ লিথুনিয়ার শ্রমিকেরা বাংলাদেশি শ্রমিকদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি দক্ষ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ দশে থাকা প্রতিটি দেশের শ্রমিকদের মাথাপিছু ন্যূনতম কর্মদক্ষতা ৩০ হাজার ডলার।

সূচকে দেখা গেছে, সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল অর্থনীতির বিশ্বের ৭৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৬তম। সূচকের ১ম স্থানে রয়েছে লিথুনিয়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে যথাক্রমে আজারবাইজান ও হাঙ্গেরি। এই তিনটির পর সূচকের শীর্ষ দশে রয়েছে যথাক্রমে পোল্যান্ড, রোমানিয়া, উরুগুয়ে, লাটভিয়া, পানামা, কোস্টারিকা ও চিলি। সূচকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন ১৫তম, নেপাল ২৭তম, পাকিস্তান ৫২তম, ভারত ৬০তম। বিক্সভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া ও ব্রাজিলের স্থান যথাক্রমে ১৩তম ও ৩০তম। অপরদিকে সমন্বিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সূচকের শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে লুক্সেমবার্গ ও সুইজারল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ২৩তম। আর সূচকের তলানিতে তথা ৩০তম স্থানে রয়েছে ব্রিটেন। ১২টি দিক বিবেচনায় এ সূচক করা হয়েছে। এর ভিত্তি তিনটি সেগুলো হচ্ছে- প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সামগ্রিক দিক, উন্নয়নের সমতা ও স্থায়িত্ব।

সিএসআর, সামাজিক ন্যায় বিচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়।

বিলস উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য রায় রমেশ চন্দ্রের সভাপতিত্বে এবং বিলস নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি।

সিএসআর কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে সুপারিশমালা তৈরীতে বিলস এর ভূমিকার প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সিএসআর বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকের সকল পাওনা মিটিয়ে নিট মুনাফা থেকে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সিএসআর কার্যক্রম যেন প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তারা বলেন, ব্যবসার মূলধন বা বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে সিএসআর এর পরিমান নির্ধারণ করে এর বিতরণ বাধ্যতামুলক করতে হবে। তারা সিএসআরকে একটি আইনগত কাঠামোর বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেন। যে সব প্রতিষ্ঠানে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেখানে একটি ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর মাধ্যমে এটি পরিচালনার দাবি জানান তারা।

অনুষ্ঠানে টিএসআর বিভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচণা করেন সাবেক শ্রম ও সচিব ড. মাহাফুজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, বিলস ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বিলস নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, ইউনিলিভার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন চট্টগ্রামের সভাপতি মোঃ আকতারুজ্জামানসহ বিলস ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্ম পরিবেশ, বিশ্রাম, ৮ কর্মঘন্টা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আদালতের বিভিন্ন রায়, আইএলও কনভেনশন ১২১, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার শিক্ষা সব কিছু বিবেচনা করে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণপূর্বক আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, জাতীয় শ্রমনীতি ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে পেশাগত রোগে আক্রান্ত ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ ইউনিট ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসা ব্যয় নিয়োগকারী কর্তৃক বহন নিশ্চিতকরণ ও সারা দেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও এসকল কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সকল শ্রমিককে বীমার আওতায় আনা, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করেন নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশি কবির, কার্যক্রম প্রতিবেদন ও ফোরামের পরিচালনা কাঠামো উপস্থাপন করেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সদস্য সচিব ও বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এবং খসড়া ঘোষণাপত্র, সুপারিশ ও ভবিষ্যত কার্যক্রমের রূপরেখা উপস্থাপ করেন বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্জ শুক্কুর মাহমুদ। এছাড়া ফোরামের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স এর উদ্যোগে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করেছে বিল্‌স। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিল্‌স।

বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ এর নেতৃত্বে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়নের যুব নেতৃবৃন্দ এবং বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ফলো আপ সভা অনুষ্ঠিত

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ফলো আপ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে ফোরামের সদস্যদের সাথে সম্মেলন পরবর্তী ফলো আপ সভা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের আলোকে ফোরামের কাঠামো, পরিচালনা পদ্ধতি, ঘোষণাপত্র চূড়ান্তকরণ, উপদেষ্টা ও সমন্বয় কমিটি গঠন এবং ভবিষ্যত রূপরেখা ও কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহ্বায়ক ড. হামিদা হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, ট্যানারি ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, ব্লাস্ট এর উপ-পরিচালক এডভোকেট বরকত আলী, বিল্‌স প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমিন, এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। সম্মেলন পরবর্তী সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, ঘোষণাপত্র, সুপারিশসমূহ এবং আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর সহকারী এডভোকেসি অফিসার সাইফুজ্জামান মেহরাব।

শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্তের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ফোরাম নেতৃবৃন্দ এ এম নাজিম উদ্দিন, মোঃ মছিহউদদৌলা, মাহবুবুল আলম, রিজওয়ানুর রহমান খান, দীলিপ কুমার নাথ, মোঃ নুরুল আবছার, মোঃ আলী, আব্দুর রহিম মাস্টার, কে এম শহীদুল্লাহ, মোঃ মানিক মন্ডল, পাহাড়ী ভট্টাচার্য ও শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য গত ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর এম এস ট্রেডিং এর শ্রমিক মোঃ মানিক এবং সাগরীকা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের শ্রমিক মোঃ মাসুম দূর্ঘটনায় নিহত হন। বিভিন্ন দূর্ঘটনায় ২০১৭ সালে ১৯ জন জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক নিহত হন।

গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নের দাবিনামার পক্ষে যুক্তি গঠনে সুনির্দিষ্ট মতামত, সুপারিশ, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান ভূঞা এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য রায় রমেশ চন্দ্রের সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোস্তাফিজ আহমেদ।

এছাড়া শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জিস্কপ), গার্মেন্টস শ্রমিক ও শিল্প রক্ষা জাতীয় মঞ্চ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক মজুরি আন্দোলন এর নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে জাহাজ-ভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের মানববন্ধন

জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের মানববন্ধন

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের মানববন্ধন ১২ জানুয়ারি ২০১৮ সীতাকুন্ডের হাফিজ জুট মিলের সামনে অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিক মৃত্যু এখন নিত্য দিনের ঘটনা। এছাড়া শিল্প মালিকরা বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম পরিবেশের উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন। মানববন্ধনে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে হতাহত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরন প্রদানের পাশাপাশি এ শিল্পে ন্যূনতম মজুরি, কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানান তারা।

» পৃষ্ঠা ১১, কলাম - ২ »

বিল্‌স এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপদাপন

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিল্‌স এবং ট্রেড ইউনিয়নের তরুন নেতৃবৃন্দ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

» পৃষ্ঠা ১১, কলাম - ১ »

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট্য মানবাদিকার নেত্রী এডভোকেট সুলতানা কামাল

"সবার জন্য নিরাপদ, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবাধিকার ও শ্রমিক আন্দোলনের সম্মিলিত প্রয়াস" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের গঠনতন্ত্র, পরিচালনা পদ্ধতি, সার্বিক কার্যক্রম ও কাঠামো পর্যালোচনা, কমিটি গঠন ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকল শ্রমিকের আইনী সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে সকল শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ সংশোধনীর মাধ্যমে 'শ্রমিক' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্র, যথাযথ

» পৃষ্ঠা ১১, কলাম - ১ »

গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণে আলোচনা সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স এর উদ্যোগে "গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণের উদ্যোগ: ট্রেড ইউনিয়নের দাবির পক্ষে যুক্তি" শীর্ষক আলোচনা সভা ২৮ ফেব্রুয়ারি বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণের পক্ষে যুক্তি গঠন ও গ্রেড ভিত্তিক মজুরি প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ গার্মেন্টস

» পৃষ্ঠা ১১, কলাম - ৩ »

প্রকাশনায় ঃ বিল্‌স তথ্য বিভাগ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ী # ২০, রোড # ১১ (পুরাতন # ৩২) ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯১১৬৫৫৩, ৯১২০০১৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১২৬১৪৫, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০
E-mail: bils@citech.net, Web: www.bilsbd.org
www.bilsbd.org

মুদ্রণ ঃ মিষ্ট টাচ, ৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা।